মো. হায়দার আলী

মহান ও নবিদেতি পেশা হিসেবে শিক্ষকতা সর্বজন স্বীকৃত। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবেই মনে করা হয় শিক্ষকদের। পাঠদানে আত্ম-নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত থাকা সুপ্ত মেধা জাগ্রত করা, দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজের অর্থ ব্যয়ে দেশের সেরা হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকও দেশে বিরল নয়। এ জন্যই সমাজে শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, শিক্ষার্থীরাও যুগে যুগে স্মরণ রাখেন তাদের। একটি জাতির অগ্রগতি কিংবা উন্নতির প্রধান সোপান হলো শিক্ষা। শিক্ষার ওপর নির্ভর করেই সে জাতি গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদÐ।' এজন্য বিশিষ্টজনেরা বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে আগে ধ্বংস করতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বা জাতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে তাদের অগ্রগতির পেছনে শক্তি হিসেবে শুধু অস্ত্র-সমারস্ত্র কাজ করেনি; বরং কাজ করেছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা। আর এই শিক্ষা শব্দটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শিক্ষকতা নামক মহান পেশা। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ক্রমে জাতীয়করন বা সরকারী করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা জাতীয়করণের দাবীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালাঝুলিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে ব্যানার, পোস্টার নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন ১১ জুলাই থেকে। যে যুক্তি দাঁড় করিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন, সেগুলোকে তাঁরা নায্য অধিকার হিসেবে মনে করছেন। তাদের দাবীর সাথে সহমত প্রকাশ করে শিক্ষাবিদ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, আইনজীবি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ। ক্রিকেটার তামিম ইকবাল অবসরের ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে একজন এমপির মাধ্যমে সে বিপরবিরে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করার সুযোগ পাই তবে আন্দোলনকারী লাখ লাখ শিক্ষকদের পক্ষে দেশের একজন এমপি, মন্ত্রী নেই, সত্যকথা বলার সাহস নেই। তার মাধ্যমে শিক্ষকদের কষ্টের কথা, অবমূল্যায়নের কথা গুলি প্রধান মন্ত্রী অবহিত বিষয়টির একটি সুন্দর সমাধান বের করে আনবেন। যাতে করে শিক্ষক কর্মচারীগণ, অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে উপকৃত হবে দেশ, জতি, সমাজ। দেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০ হাজার ৯৬০ টি। বিপরীতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬৮৪টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২ লাখ। শিক্ষক প্রায় সাড়ে ৫ লাখ। ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে বেতন-ভাতা, তা দিয়ে দ্রব্যমূল্য ঘরে অগ্নি বাজারে পরিবার চালানো বেশ কষ্টসাধ্য। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা ২৫ শতাংশ উৎসব ভাতা, ১ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া এবং ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। একই কারিকুলামের অধীনে থেকেও সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বিশাল বৈষম্য। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষকরা সেই মেরুদন্ডের রূপকার। তাদের শেখানো পাঠপঠনে আগামী দিনের ভবিষ্য। হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা। মুখে 'শিক্ষকতা মহান পেশা' স্বীকার করে শিক্ষকদেরও যে সংসার আছে, মৌলিক চাহিদা আছে, সেদিকে তাকানোর সময় নেই। জাতীয়করণের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী প্রায় বলে থাকেন এটা গবেষনার ব্যাপার। ওই সব শিক্ষকদের ব্যাপারে অসত্য কথা বলে থাকেন। বাংলাদেশের শিক্ষা জাতীয়করণ নিয়ে আলোচনা-আন্দোলন-গবেষণা বহুদিনের। দিনে দিনে তা কেবল জটিল হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষকরা সেই সরকারি তিরিশ টাকা অনুদান দিয়ে শুরু করে আজ মূল বেতনের একশ' ভাগ সরকারি কোষাগার থেকে পাচ্ছেন। এটি সহজে হয়নি, কোনো সরকার ইচ্ছে করেই এটি দিয়ে দেয়নি। এটি শিক্ষকদের বহুদিনের আন্দোলনের ফসল। দেশে প্রাইমারি শিক্ষা জাতীয়করণের গোড়া পত্তন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। তখন আমাদের জিডিপির আকার ছিল প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার, এখন তা ৪০০ বিলিয়নের ওপর। বহু বছর ধরে মাত্র ৩১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সরকারি। সরকার যেসব উপজেলায় সরকারি বিদ্যালয় ছিল না সেগুলোকে সরকারি ঘোষণা করায় বর্তমানে সংখ্যাটি ৬৮০। অর্থাৎ এগুলোর পুরো দায়-দায়িত্ব সরকারের, বাকি প্রায় বিশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারি। মাধ্যমিক পর্যায়ের আরো ১ হাজারের মতো মাদ্রাসাও রয়েছে। দেশের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। অথচ দেখা যায়, সরকার এমন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি করে, যাতে সরকারের কোষাগার থেকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ খরচ করতে না হয়। আবার উল্টোটাও দেখা যায়, কোনো প্রভাবশালী নেতা তার এলাকার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার অবস্থা যতই খারাপ থাকুক না কেন জাতীয়করণ করে ফেলেছেন। তা আরেক ধরনের বৈষম্য তৈরি করেছে। গ্রামীণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেশি অবহেলার শিকার। এগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষক নেই। ভালো শিক্ষকরা সেখানে যেতেও চান না। জাতীয়করণ করা হলে অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার ও মান নিশ্চিত সম্ভব হবে বলে একটি মিত রয়েছে। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায়। যতদিন পর্যন্ত একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হতে ২৫ এ সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হবো ততদিন আমরা শিক্ষার শতভাগ সুফল পাবো না। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করে দুই বা ততোধিক শাখায় পাঠদানের ফলেও শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। দেশে প্রচলিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইংরেজি ভার্সনের উপর সরকারের

যথাযথ নয়িন ত রণ নইে। এইসব শকি ষা প রতষি ঠান ন যাশনাল কারকি লামরে বাইরে গয়িে স বচে ছাধীনভাবে অতরিকি ত বষিয়রে পাঠদান করে শকি ষার থীদরে মধো-মনন নষ ট করছে। উপরন ত বাজাররে গাইড বইগ লো শকি ষার থীদরে স জনশীল প রতভিার প রতবিন ধক হসিবেে কাজ করছে। বসেরকারি শকি ষা প রতষি ঠানগ লোর দখেভালরে দায়তি ব কখনো রাজনৈতকি ব যক তবির গরে উপর কখনো স থানীয় সমাজপতদিরে উপর দয়োর কারণে সঠকি তত ত¡াবধান ব যাহত হচ ছে। শকি ষার স ষ ঠ পরবিশে বজায় রাখতে শকি ষা প রতষি ঠানসম হকে রাজনৈতকি প রভাবমু ক ত রাখা বাঞ ছনীয়। শকি ষকদরে জীবনমানরে বষৈম ঘরে অবসান না ঘটয়িে শকি ষার উন নয়ন কী করে সম ভব? আমরা ভুলে যাই, মায়রে প ষ টসিাধন নশি চতি না করলে, শশি অপ ষ টরি শকিার হবে। হচ ছওে তাই। এই বষৈম ঘরে কারণে শকি ষকতায় মধোবীরা আসছে না। বষৈম ঘ বনিাশ না হলে এ জাংতমিরে দন ড সোজো করে দাংড়াতে পারবে না। তাকে নরি ভর করতে হবে অন ঘরে ওপর। আর আমাদরে শশি দরে নয়িে চলতে থাকবে নতুন নতুন এক সপরেমিনে ট। উদাহরণস বর প বলা যায়, যখোনে রাজশাহীর আমগাছ চট টগ রামে রোপণ করলে ফলরে গুণাগুণ বজায় থাকে না, সখোনে আমাদরে কর তা ব যক তরিা কীভাবে ভাবলনে, ইউরোপ আমরেকিার শকি ষা পদ ধতি আমাদরে দশেে খুব সহজইে থাপ খাইয়ে নবেে। তাছাড়া জমতিে ভালোভাবে চাষবাদ না দয়িে ফসল রোপণ করে ভালো ফসল আশা করা দবিা স বপ নরে নামান তর। যতদনি নীতি-নরি ধারকগণ শকি ষাকে উত তম বনিয়িোগ মনে করবনে না, ততদনি শকি ষার বহোল দশা কাটবে না। আমরা প রতযিোগতিামূলক বশি বে টকিে থাকার তাগদিে মাত ভাষার প ষ টসিাধন না করে বদিশেি ভাষা চর চায় ব যস ত আছ, যা আমাদরে মরে-ুতস থরি ক ষয় সাধন করছে। শকি ষা যে আমাদরে মৌলকি অধকিার, এটি প রায়শই উপকে ষতি। শকি ষাকে সর বজনীনভাবে গড়ে তুলতে না পারলে জাতীয় উন নয়ন সামঞ জস ঘপূর ণভাবে হবে না। র চশিীল জাংতি গঠনরে জন য দ শ ঘমান উন নয়নরে চয়েে মনোজাগতকি উন নয়ন বশেি প রয়োজন, আমাদরে তা ব ঝতে হবে। শকি ষা উপকে ষতি হলে আমাদরে পাশ চাত ঘরে দাস হয়ে কাল কাটাতে হবে। এক হসিাব বলছ, দশেরে ৩০ হাজার প রতষি ঠান জাতীয়করণ করা হলে সরকাররে অতরিকি ত এক হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। আশি ও নব বইয়রে দশকে আন দোলনরে সময় প রতষি ঠান জাতীয়করণরে চয়েে শকি ষক-কর মচারীদরে স কলে অনুযায়ী শতভাগ বতেন প রদান এবং অন যান য আর থকি সুযোগ-সুবধিা বাড়ানোর বষিয়টইি বশেি গুরুত ব পায়। প রধানমন ত রী শখে হাসনি দ বতীয় ময়োদে (২০০৯-১৪) সরকার গঠন করলে এমপওিভুক ত সব শকি ষাপ রতষি ঠানরে শকি ষক-কর মচারীদরে চাকরজিাতীয়করণরে বষিয়টবিশে গুরুত বপূর ণ আলোচনার বষিয় হয়ে ওঠে এবং জাতীয়করণ করা হলে সরকাররে অতরিকি ত ৪০ হাজার কোটি টাকার প রয়োজন হবে। এসব হসিাব আলোচনাতইে থকেছে। সমস যার সমাধান হয়নি। হসিাবরে নষি পত তওি হয়নি। চলমান আন দোলনে আরো নানান কথা যোগ হয়ছে। আন দোলনকারীরা শকি ষামন ত রীর সঙ গে সাক ষা ও আলোচনা করে কোনো সাফল ঘরে নশিানা না দখে এখন প রধানমন ত রীর সাক ষাতপ রার থী। সইে পর ঘন ত কর মসূচি চালয়িে যাওয়ার সদি ধান ত তাদরে। এ রকম সময়ে আকস মকিভাবে শকি ষাপ রতষি ঠানে গ রীষ মকালীন ছুটি বাতলি করে দয়ো হয়ছে। আন দোলকারী শকি ষকরা একে তাদরে আন দোলন মাঠে মার খাওয়ানোর অভসিন ধ বলে ভাবছনে। একপর যায়ে শকি ষামন ত রী এ সময়ে মাধ যমকি শকি ষা জাতীয়করণরে দাবকিে অযৌক তকি-অবাস তব বলওে মন তব য করছেনে, যা প রকারান তরে ১১ জুলাই থকেে আন দোলনকারী শকি ষকদরে বাড়তি আঘাত দয়ো। এমনতিইে বাংলাদশেরে শকি ষাখাত অনকেটা মুমূর ষু। এখন সমন বতি একমুখী শকি ষাক রম দয়িে একে মারার সাংড়াশপি র ব চলছে। কনি তু এর পক ষে আনন দদায়ক, পরীক ষামূক ত, হাতকেলমে, সকল বষিয়ে জানা, কর মমুখী, বশে বকি চাহদিা, চতুর থ শলি প বপি লব ইত যাদ যিসেব গালভারি শব দ ব যবহার করা হচ ছ, সগেুলোই হলো সইে দাওয়াই, যার চমক-ধাংধা দখেয়িে দখেয়িে রোগীর কংকাল-হাড় ডি আরো উন মুক ত করা হচ ছ! শকি ষার ঘে আক ষরকি অথবা অন তর নহিতি অর থ তা আমাদরে শকি ষাপ রতষি ঠানগ লোতে অপ রত ল। ঘে কোনো শশি র বড়েে ওঠার পথপরকি রমায় সামাজকিীকরণে ঘে কয়টি প রতষি ঠান সবচয়েে গুরুত বপূর ণ ভ,মকিা পালন করে সগেুলোর মধ ঘে শকি ষাপ রতষি ঠান অন তর ভুক ত। সখোনে এখনো কর মমুখী শকি ষা অনুপস থতি। শকি ষাপ রতষি ঠানগ লোতে জীবনরে চলার পথে কী কী প রয়োজনে এবং সগেুলো কীভাবে করতে হবে তা শখোনোর ব যবস থা নইে। শকি ষা প রতষি ঠানকে কেবল পড়তে, লখিতে বা হসিাব করতে শখো পর ঘন ত সীমতি রাখায় কর মমুখী শকি ষার দকিটি উহ ঘই থকেে যাচ ছে। দনৈন দনি জীবনরে অপরহিার য রান না-বান না, ট রাফকি রুলস, প রাথমকি চকিৎিসা, আত মরক ষা, ঘরদোর গোছানো, জামা-কাপড় কাচা, নতৈকি শকি ষা, খলোধুলা, সঙ গীত, নৃত য, সাংতারসহ নতি য জরুরপির বগুলো এখানে অনুপস থতি। শকি ষার এই ফাংকা ব যবস থা জাতরি মরেুদন ডকে মোটইে পোক ত করছে না। বাংলাদশেি নাগরকিদরে শকি ষার প রতরিাষ ট রীয় দায়তি বগুলো বর ণনা করা হয়ছেে সংবধিানে। সসেব ববিচেনা করে রাষ ট র শকি ষকদরে দকিে তাকয়িে তাংদরে অধকিার, দাবদিাওয়ার বষিয়টি আরও গুরুত বসহকারে দখেে সব ধরনরে বষৈম ঘ নরিসনে দ রæত শকি ষা জাতীয়করণরে পদক ষপে গ রহণ করবে, এমন প রত যাশা রইল। প রধান মন ত রী শখে হাসনির কাছে বসেরকারী শকি ষক সমাজরে প রাণরে দাবী একটায় সটো হলো সরকারী ও বসেরকারী শকি ষকদরে পাহাড়সম বষৈম ঘ দূর করতে সকল শকি ষা প রতষি ঠান একযোগে জাতীয়করণ করা। এ ঘোষনার অপকে ষায় শকি ষক সমাজ তীর থরে কাকরে ন যয় চয়েে আছনে।

লখেক: সনিয়ির সাংবাদকি, কলামষি্ট,